দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

স্নাতক ফেল করেও স্নাতকোত্তর!

লতিফুল ইসলাম, জবি প্রতিনিধি ●
শিক্ষা খাতে অনিয়ম আর নৈরাজ্য যেন এখন মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক হয়ে এখন তা গিয়ে পৌঁছেছে উচ্চশিক্ষায়। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের একটি অনিয়ম। এ বিভাগের বিবিএ ফাইনালে ফেল করা শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এমবিএ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার, যার ফল প্রকাশের অপেক্ষায়।

অনৈতিক এ কাজের সঙ্গে পরীক্ষা কমিটির এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

স্নাতক ফেল করেও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সভাপতি অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান জড়িত বলে অভিযোগ। তিনি একই সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন। ফলে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই বিবিএতে ফেল করাদের ভুয়া টেস্টিমনিয়াল ও সিজিপিএ দেখিয়ে এমবিএতে ভর্তি ও পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেন তিনি।

বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৭ জুলাই বিভাগের ২০১১-১২ বর্ষের বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এতে আট শিক্ষার্থী ফেল করেন। নিয়মানুযায়ী ফেল করা শিক্ষার্থীদের দুই মাসের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা নিতে হয়। এতে যারা পাস করবেন তারাই কেবল এমবিএতে ভর্তি ও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা না নিয়েই চার শিক্ষার্থীকে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিএ কোর্সে ভর্তি করানো হয়।

এ ক্ষেত্রে ভুয়া টেস্টিমনিয়াল ও ভুয়া সিজিপিতে পাস দেখানো হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অফিস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিস থেকে কোনো রকম যাচাইবাছাই না করেই তাদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। ফলে বিবিএ ফেল করা ওই শিক্ষার্থীরা নিয়মিতদের সঙ্গে গত বছরের ২০ জুলাই থেকে ৪ আগস্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত এমবিএ প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় অংশ নেন। গত ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে তাদের এমবিএ দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এমনকি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে দেওয়া প্রবেশপত্রও দেখাতে হয়নি এই চার শিক্ষার্থীকে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, ভুল করে হয়তো ভুয়া টেস্টিমনিয়াল ও সিজিপিএধারী বিবিএ ফেল করা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো হয়েছে। তবে যারা এসব দাখিল করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একেএম আক্তারুজ্জামান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি আমি উপাচার্যকে অবগত করেছি। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে আছেন, ফিরলেই এটি দেখবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ আরও একটি নিয়মের তোয়াক্কা করেনি। নিয়মানুযায়ী, প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশের পরই দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা নিতে হবে। অথচ ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম সেমিস্টারের ফল প্রকাশ না করেই দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, প্রথম সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফল গেল ১৩ জুন এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারেরটা তার একদিন পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা দিয়েছে ওই বিভাগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ম্যানেজমেন্টের এক শিক্ষক আমাদের সময়কে জানান, বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করা এই চার শিক্ষার্থীর একজন এমবিএ প্রথম সেমিস্টারের একটি কোর্সেও ফেল করেছেন। আর এ শিক্ষাবর্ষের বিবিএ এবং এমবিএ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান নিজেই।

অভিযোগের বিষয়ে অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, এতদিন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা কমিটি ছিল না। এখন তা গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি তাদের (বিবিএ ফেল করাদের) পরীক্ষা নেবে।

তবে এমবিএ ফাইনাল পরীক্ষার ফল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা দেওয়ার পর কেন সাপ্লিমেন্টারি কমিটি গঠন করা হয়েছে? এ প্রশ্নটি পাশ কাটিয়ে তিনি বলেন, একাডেমিক কাউন্সিল বিবিএতে ফেল করা শিক্ষার্থীদের এমবিএ ডিগ্রি দেওয়া বা পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও ভুয়া টেস্টিমনিয়াল ও সিজিপিএতে ভর্তি ও প্রবেশপত্র ছাড়াই পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।